মুসলিম উম্মাহর হীনমন্যতা ও দুর্বলতা:

কারণ ও উত্তোরণের উপায়

ক্বারী আব্দুল হাদী

বর্তমান সমাজে মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের ভীতি প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাদের মোকাবেলা করার মত সাহস ও আগ্রহ কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। মুসলমানদের কাজে কর্মে ও তাদের দৈনন্দিন জীবনাচারে তার চিত্র একেবারেই স্পষ্ট। মুসলমানদের স্বভাবগত চরিত্র তো ছিল, তারা বীর-বাহাদুর- পালোয়ান জাতি; কিন্তু আজ তাদের মাঝেই পরিলক্ষিত হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত দিকটি। তার কারণ কী? নিম্নে এর কিছু মৌলিক কারণ ও এর থেকে উত্তোরণের উপায়-

প্রথম কারণ: মুসলমানদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার শক্তি, কুদরাত ও মাহাত্মের প্রতি আস্থা মুছে গেছে। এটিই মূলত আমাদের হীনোবলের সবচেয়ে বড় এবং মৌলিক কারণ । আল্লাহর মাহাত্ম্যকে যেভাবে আমাদের অন্তরে স্থাপন করার কথা ছিল সেভাবে আমরা স্থাপন করিনি বা করতে পারিনি। ভুলে বসেছি আল্লাহর ভালবাসা ও কুদরতের ব্যাপ্তির কথা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে ।'-যুমার: ৬৭

আল্লাহ তাআলার সম্মানও মাহাত্ম্য কেয়ামতের দিন এভাবে প্রকাশ পাবে যে, সেদিন আসমান জমীন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে। আমরা যদি এ দুনিয়ায়ও তাঁর আখেরাতের সেই মহাশক্তির পরিচয়টা লাভ করতে পারি এবং তার যথাযথ মাহাত্ম্য আমাদের অন্তরে স্থাপন করে নিতে পারি তাহলে আমাদের অন্তরে কাফেরদের ভীতি ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চিকিৎসা এমনিতেই হয়ে যাবে। এটা তো কখনই সম্ভব নয় যে, যে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে সে অন্তরে আবার কাফেরদের ভয়ও বিরাজ করবে। একারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ভয় দিয়ে অন্যদের ভয় নিভৃত্তির চিকিৎসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য আল্লাহ্‌- যদি তোমরা মুমিন হও ।'- তাওবা: ১৩

অন্যত্র বলেন, “অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। -মায়েদা:44

এভাবে আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভয় দিয়ে আমাদের অন্তর অন্যের ভয় থেকে মুক্ত করার চিকিৎসা করেছেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর কাফেদের ভীতি প্রভাব বিস্তারের কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।' -আলে ইমরান: ১৭৫

অতএব আজ যারা নিজেদের কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের ভয় ও প্রভাব বিস্তারে জেনে বা না জেনেই অংশহণ করছে তারা কাদের তল্পীবাহীর কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে তা একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ ভূপৃষ্ঠের আধিপত্য তাদেরকেই দান করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘কাফেররা পয়গাম্বরগণকে বলেছিল আমরা তোমাদেরকে দেশ

থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব" - ইব্রাহীম: ১৩-১৪

যখন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান পাকা হয়ে যায় এবং তাঁর ভয় অন্তরে গ্রোথিত হয়ে যায় তখন তার প্রতিটি কথায় এবং কাজে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ পায়। কোরআনে আল্লাহ তাআলা এর অনেক নমুনা আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম আ. এর সাথে না ছিল কোন সৈন্য বাহিনী আর না ছিল কোন সামরিক ব্যবস্থাপনা। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে শক্রুদলের সাথে এমন নির্ভয়ে কথা বলেছেন যার প্রতিটি শব্দ আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত ও তার প্রতি চরম ভীতির বার্তা বহন করে।

এর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন, “তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল, তোমরা কি আমার সাথে একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর

সাথে শরীক করে রেখছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় করব, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী ।' আনআম: ৮০-৮২

অন্য এক জায়গায় ইব্রাহীম আ. কাফেরদেরকে হুমকি দিয়েছেন যে, “আল্লাহর কসম! যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব" -আম্বিয়াঃ ৫৭

আর এটা তিনি বাস্তবেও করে দেখিয়েছেন, “অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।' আম্বিয়া- ৫৮

অতঃপর যখন তাকে তাদের মূর্তি ভাঙ্গার দায়ে শাস্তির মুখোমুখি করা হল তখনও তিনি নির্ভয়ে বলেছিলেন, “তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর, ওদের। তোমরা কি বোঝ না?'- আমিয়া: ৬৬-৬৭

এমনই বীরত্ব আমরা দেখতে পাই হযরত মৃসা আ. এর যাদুকরদের ব্যাপারে। যারা তাঁর মো’জেযা দেখেই আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছিল। অতঃপর তারা ফেরাউনের কোন পদক্ষেপকেই ভয় করেনি। ফেরাউন তাদেরকে অনেকভাবে ভয় দেখিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, তোমদের হাত-পা কেটে দিব। তোমাদেরকে শূলে চড়াব। তখন তারা বলেছিল, আমাদের কাছে যে প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে তার চেয়ে তোমাকে আমরা প্রাধান্য 'দিতে পারব না। তোমার যা ইচ্ছে কর।

এটা ছিল একমাত্র ঈমানের বল। যা তাদের অন্তরে স্থান গেঁড়ে নেওয়া মাত্রই তাদের কথায় ও কাজে এমনভাবে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল, যার কল্পনাও হয়ত আমরা করতে পারব না।

অনুরূপ হযরত নূহ আ. এর সাথেও মুষ্টিমেয় লোক ছিল, যাদের জন্য একটি নৌকাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতার কোন পরোয়া না করেই নির্ভয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তা নিয়মিত অবাক করার মতই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের মাঝে আমার উপস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর

উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে । অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না ।" -ইউনুস: ৭১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও আল্লাহ তাআলা নিজের কওমের প্রতি ঘোষণা দিতে বললেন যে, “আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমার সহায় হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে । আল-আ'রাফ ১৯৫-১৯৭

মোট কথা হল, যখন আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে বসে যায় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ভয় অন্তর থেকে বিদায় নেয় তখন একজন ঈমানদার শত দুর্বলতা সত্তেও বড় বড় শক্তিকে সে ভয় পায় না। বড় বড় শক্তিশালী আধিপত্যের চেয়েও বড় অধিপতি হয়ে যায়। ফলে একজন মুমিন এত অসহায় হওয়া সড়েও কাফেররা তাদের শত নিরাপত্তা,

মজবুত ঘাটি এবং শত পাহারাদারীর মাঝে থেকেও উক্ত মুমিনকে ভয় করতে থাকে।

আজ আমাদের কাপুরুষতা ও অন্তরের রোগ এবং দীন-দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার মূলেই হল আমরা আল্লাহ তাআলার ভয় যেভাবে আমাদের অন্তরে স্থাপন করা আবশ্যক ছিল তা আমরা করিনি। আজও যদি আমরা এই একীন অর্জন করতে পারি যে, আল্লাহ সবকিছুর উপরই শক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাঁর সীমাহীন শক্তির সামনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এমনকি গোটা পৃথিবীর ঐক্যশক্তিও মশার পাখার চেয়ে বেশি কোন উল্লেখযোগ্য শক্তি নয়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে কাটার, টমাহক মিসাইল, সৈন্য বাহিনী আর বড় বড় শক্তির দাবিদাররা তার “কুন' নির্দেশের সামনে এক মুহূর্তও টিকে থাকার নয়।

তাহলে নিঃসন্দেহে এমন ঈমানের জন্যই আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আজও সেই সুন্নতের পুনরাবৃতি করতে পারেন যার আলোচনা কোরআনে আল্লাহ পাক আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা বানানোর এবং তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করার ।'- কাসাস: ৫

দ্বিতীয় কারণ: আমরা কাফেরদের শক্তিকে অপরাজেয় শক্তি বলে ভেবে নিয়েছি। কাফেরদের এজেন্ট, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক; তাদের প্রচারণা-প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং এ ধরণের যত

প্রচার-মাধ্যম আছে তার মাধ্যমে কাফেররা আমাদেরকে একটি কথা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, “আমরা সীমাহীন শক্তির অধিকারী। আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে এমন কেন শক্তি নেই। অতএব আমাদের সাথে মোকাবেলা করার চিন্তাও যেন কেউ না করে"

শুধু এই একটি কথা রটানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের ফ্লীম তৈরি করা হচ্ছে। বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। সংবাদপত্র, বুলেটিন ইত্যাদিতে কলাম, মন্তব্য, নাটক ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। তাদের এই প্রচারণা সর্বত্র চলছে ব্যাপক হারে। অবশেষে আমাদের অন্তরে গেঁথেছে যে তারা পরাশক্তি। আর পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে, আমাদের কাজে কর্মেও কাফেরদের উক্ত কথার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি আমরা তেমনই বলতে বসেছি যেমন তালূতের বাহিনীরা বলেছিল। তারা বলেছিল, 'জালুতের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই।'

কাফেরদের এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই স্বশস্ত্র লড়াইয়ের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ, এ যুদ্ধে পরাজিত লোক তো ময়দানেই উপস্থিত হয় না যে, তারা কাফেরদের জন্য ভয়ের কারণ হবে। ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশকে কাফেররা ভীতন্ত্রস্ত করে পিছনে ফেলে দেয়। নিবেদিতপ্রাণ গুটিকতক মুসলমান এবং জান মাল দিয়ে তাদেরকে সহয়তাকারী

মুসলমানই তাদের উক্ত প্রোপাগাণ্ডা থেকে রেহাই পেতে পারে। যারা তাদের ঈমানী চেতনার মাধ্যমে কুফরের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম যারা নিজেদের জান মাল কোরবানী করে উক্ত মিথ্যাপ্রভূত্বের দাবীদারদের অসহায়ত্ব দুনিয়ার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় এবং বর্তমান কালের সেই শাসনের নামে রবের আসনে বসা মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। কাফেরদের মহাশক্তির অহংকার সেই নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন নামক ঘাঁটি ১১ই সেপ্টম্বরে মাত্র ১১জন মুজাহিদ ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছে। তাদের আধুনিক টেকনোলজি এবং সিকিউরিটি কোন কাজেই আসেনি। এমনকি তাদেরই বিমানবন্দর থেকে তাদেরই বিমানে আরোহন করে তাদের চারটি বিমান লাপাত্তা করে তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা যে পরাশক্তির দাবী কর তা একান্তই মিথ্যা।

এভাবে আরও অনেক হামলা মুসলমানরা করেছে যেখানে অনুপ্রবেশ করা তাদের কথায় অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু আফসুসের বিষয় হল উক্ত ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে আজও মুসলমানরা এ বিষয়ে ছন্দে রয়েছে যে, সে হামলা কারা করেছিল? কারণ, তাদের এ বিশ্বাস অনড় হয়ে আছে যে, আমেরিকার উপর এ হামলা করতে পারে এমন কোন ইসলামী শক্তি পৃথিবীতে নেই। এমন অজ্ঞতার উপর শত ধিক।

কাফেরদের এহেন প্রোপাগাণ্ডা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিম্মে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল-

প্রথমত: কাফেরদের দেওয়া কোন খবরের উপর ভরসা করা চলবে না এবং তাদের কোন আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাবে না। বিশেষত, তারা তাদের বিজয় এবং মুসলমানদের কোন পরাজয়ের খবর প্রচার করলে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যাবে
না। তাদের এ ধরণের খবর অপরকে বলার তো অবকাশই নেই। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান স্পষ্ট। তাআলা বলেন, “যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক
লোক কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে ।' আল হুজুরাত-৬

শরীয়ত যদি কোন ফাসেকের খবরের উপর ভরসা করতে নিষেধ করে থাকে তাহলে কাফেরদের খবরের উপর বিশ্বাস করার অবকাশ কোথায়? বিশেষ করে আমাদের যখন এটা জানা আছে যে, “বিশ্ব মিডিয়াশক্তি' আমাদের চির দুশমন ইহুদী নাসারাদের হাতে। এমন মিডিয়ার উপর কোন বিবেকবান মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের খবর অন্যকে বলা তো আরও ভয়ংকর।

ইমাম মুসলিম রহ. “যা শুনবে তাই বলা নিষেধ' শিরোনামে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যা শুনবে তা বলাই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতএব আমাদের জন্য উচিৎ হল আমরা না তাদের খবর- সংবাদকে বিশ্বাস করব আর না তাদের

সংবাদ মুসলমানদের মাঝে প্রচার করে মুসলমানদের সাহস হারানোর কাজে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ও নৈরাজ্যের সুযোগ করে দিব।

দ্বিতীয়ত: কাফেরদের প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত কোন বিবৃতি বা মন্তব্য শুনা যাবে না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা আবশ্যক যে তারা কাফেরদের কোন প্রচারমাধ্যমের কোন সংবাদ, বিবৃতি বা কোন মন্তব্য শুনবে না। তবে শরীয়তের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী কেউ কাফেরদের প্রোপাগাণ্ডা চিহ্নিত করার জন্য শরীয়তের নিয়মের অধীনে থেকে পড়তে, শুনতে বা দেখতে পারে। মুজাহিদীনদের দায়িত্বশীলরাও শুনবেন; কিন্তু যারা সাধারণ জনতা বা যাদের শরীয়ত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাদের শুধু জানার জন্য শুনা অনুচিত; চাই সে দুনিয়াবী কোন বিষয়ের বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন।

তৃতীয়ত: মুজাহিদীনদের প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে আস্থার সাথে বাস্তবতা উপলব্ধি করে কাফেরদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা। যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন কাফেরদেরকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছেন, আমেরিকা নামক সুপার পাওয়ারের দাবিদার শক্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছেন, নিরাশ হতাশ মুসলমানদের বুকে আশার আলো জ্বালাচ্ছেন, তাদের পরিবেশিত

সংবাদকেই আস্থায় নিতে হবে। তারা যে সংবাদ আমাদেরকে দিবেন আমরা সেই সংবাদকেই বিশ্বাস করব। এমনকি যারা ময়দান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে কিন্তু কাফেরদের দেওয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্তব্য করছে তাদের কথায়ও কর্ণপাত করা যাবে না। ইসলামী শরীয়তে আমাদেরকে সেই সংবাদই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, যে সংবাদ এমন কোন আলেম প্রচার করেন যিনি ইসলামী আইনের ব্যাপারে যেমন অভিজ্ঞ মাঠপর্যায়ে ঘটিত অবস্থার ব্যাপারেও তেমন অভিজ্ঞ। এ উভয় অভিজ্ঞতা কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই কেবল তার কথা বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, কেউ যদি আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞও হয় কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ঘটিত বিষয়ের কোন জ্ঞান তার না থাকে তাহলে তার দেওয়া মন্তব্য অন্তসার শূণ্য হতে বাধ্য।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, জিহাদের ব্যাপারে এমন আলেমদের থেকেই পথনির্দেশ নিতে হবে যিনি স্বশরীরে ময়দানে উপস্থিত। কারণ ময়দান থেকে দূরে অবস্থিত ব্যক্তি ময়দানে সঙ্ঘটিত বিষয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন মুজাহিদীনদের ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ দিতে সক্ষম নয়। যদিও তিনি অনেক দীনদার ও মোখলেস হয়ে থাকেন। তাই কর্তব্য হল, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের ব্যাপারে এবং কাফেরদের

দুর্ববলতার ব্যাপারে বাস্তব সংবাদের জন্য জিহাদের ময়দানে উপস্থিত মুজাহিদীনদের দেওয়া সংবাদের উপর ভরসা করা। অন্য কোন মাধ্যমে পাওয়া সংবাদের উপর বিশ্বাস করার পরিবর্তে মুজাহিদীনদের থেকে পাওয়া সংবাদের জন্য অপেক্ষা করা।

তৃতীয় কারণ: আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম 'সংখ্যাধিক্যের উপর অল্পরাই বিজয় লাভ করে' এ কথার আস্থা হারিয়ে ফেলা । ইতিহাসের সাধারণ কোন ছাত্রের কাছেও একথা স্পষ্ট যে, তাআলা যখন কোন সুপার পাওয়ার এবং মহাশক্তির পতন ঘটাতে চান তার জন্য বিশাল কোন বাহিনী ময়দানে পাঠান না। বরং তার চেয়ে অনেক দুর্বল শক্তির বা সাধারণ কোন প্রাণীর মাধ্যমেই তার দম্ভ চূর্ণ করেন। কখনও বা কোন জড় পদার্থের মাধ্যমেও সমাধা করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। বস্তুত; এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তদ্ধ হয়ে গেল।'-ইয়াসীন: ২৮-২৯

ফেরাউনের বাহিনীর জন্য মূসা আ. এর লাঠিই যথেষ্ট ছিল। নমরূদের পরিণতি ঘটানোর জন্য কয়েকটি মশাই যথেষ্ট কাজ করেছিল। কারূনকে আল্লাহ তাআলা তার ধনভাণ্ডারসহ ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন। আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর

জন্য কিছু ছোট অসহায় পাখির নিক্ষেপ করা পাথর কনাই ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। লূত আ. এর কওমের সমাধা আসমান থেকে বর্ষিত পাথরই করে দিয়েছিল। মক্কার কাফেররা, রোম পারস্যের আধিপত্য মুষ্টিমেয় নিরস্ত্রপ্রায় সাহাবাদের হাতে চিরতরের জন্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় অগণিত আছে। নিকট অতীতেও আল্লাহ তাআলা তার এই নিয়মের পুনরাবৃতি করেছেন। ব্রিটিশের সেই সাম্রাজ্য যার পরিধিতে সূর্যাস্ত হত না, যার সামনে পৃথিবীর কোন বাহিনীই মোকাবেলা করার সাহস করত না তারা যখন আফগানিস্তানে এসে সেখানের বাসিন্দাদের উপর জুলুমের কালোহাত প্রসারিত করেছে তখন সেখানের কিছু সরল, অসহায় মুসলমান তাদেরকে এমন শিক্ষণীয় পরাজয়ের গ্রানি খাইয়ে দিলেন যে, তাদের সেই বিশাল বাহিনীর একজন লোক ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিল না। তাকেও আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এজন্য যেন সে তার বাহিনীর চরম পরিণতি তার প্রভূদের কাছে বর্ণনা করতে পারে। তার পর আসলো রুশ সেনাদের সেই অপ্রতিরোধ্য শক্তি যাকে অপরাজেয় মনে করা হত, যার ভয়ে পুরো ইউরোপ কম্পমান ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় এমন পরাশক্তি আফগানিস্তানের সামান্য অস্ত্রধারী দুর্বল মুসলমানদের হাতে এমনভাবে পরাজিত হল যে, “সোভিয়াত ইউনিয়ন' পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে গেছে।

[illegible]

[illegible]

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

([illegible])

[illegible]

[illegible]

আমাদের পরাজয় ও কাপুরুষতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে- মুসলমানদের বৃহদাংশ বিশেষ করে যারা যোগ্য এবং মেধাবী তাদের অধিকাংশ সামরিক বিদ্যায় অনবিজ্ঞ এবং মুজাহিদদের চলমান রণকৌশল, বিশেষকরে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই লোকগুলো যদি কিছু সময়ের জন্য ময়দানে গিয়ে মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের অভিযানের সফলতা এবং কাফেরদের চরম পরিণতি স্বচক্ষে দেখত তাহলে তাদের শত প্রশ্ন বড় কোন দলিল পেশ করা ছাড়াই অতি সহজে সমাধান হয়ে যেত। তাদের অন্তরে কাফেরদের প্রভাব এবং কাপুরুষতার চিহ্ন মাত্রও থাকত না। এটা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, সজ্জিত বড় কোন কিছু এলোমেলো করার জন্য কোন বড় শক্তির প্রয়োজন হয় না। কাফেরদের বছর ধরে পরিশ্রমে তৈরি অগণিত সরঞ্জামে পূর্ণ বিশাল কোন ভবন ধ্বংস করার জন্য তেমন বড় কোন ব্যাবস্থার প্রয়োজন হয় না। বরং কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সামান্য বারুদের উপযুক্ত ব্যবহারে তা ধুলিস্মাৎ করতে সক্ষম।

গেরিলা যুদ্ধের চিত্রটা যদি এভাবে আঁকা হয় যে, কাফেরদের কাছে মুসলমানদের অবস্থান অস্পষ্ট এবং এলোমেলো তাহলে কাফেররা মুসলমানদেরকে তাদের টার্গেটে পরিণত করতে সক্ষম হবে না। যার ফলে কাফেররা মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। অপরদিকে কাফেরদের শক্তি যত

বেশিই হোক না কেন তাদের সেনা সৈন্য যত অধিকই হোক না কেন তাদেরকে আওতায় আনা অনেক সহজ। বরং তাদের কাজ যত সজ্জিতরূপে থাকে তাদের পরিকল্পনার ফলাফল অতি সহজেই নির্ণয় করে তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়ে যায়। যার ফলে কাফেরদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন মুষ্টিময় মুসলমানদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। বিশেষত চলমান গেরিলা কৌশল (শহীদী আক্রমণ) সমস্ত মুজাহিদীনরাই অবলম্বন করেছেন। মুজাহিদীনরা কাফেরদের অঞ্চলে গিয়ে কাফেরদেরকে বিতাড়িত করার সহজ পদ্ধতি শহীদী আক্রমণের পথ অবলম্বন করেছেন। যার ফলে যুদ্ধের রূপটাই পাল্টে গেছে। যেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল কাফেরদের জন্য সেখানে ফল তার ঠিক বিপরীত। বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করছে। কাফেররা তাদের এতসব আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র সত্তেও অসহায়ত্বের চরমে পৌছেছে। আর মুসলমানদের সমরাস্ত্র অতি সামান্য হওয়া সত্তেও কাফেরদের কাছে এক ভীতির রূপ ধারণ করছে।

এজন্য মুসলমানদের জন্য সমরাস্ত্র সংকটের ভয় না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের কাছে যা আছে তার যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং যথাসম্ভব শক্তিসংগ্রহ করায় যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। অনেক সাহাবা এমন ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই জিহাদে অংশ নিয়েছেন। এমনকি কোন আমল করার পূর্বেই

শহীদও হয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তার কথা বলা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে আমল কম করলেও তার আমলনামায় সওয়াব অনেক বেশিই জমা হয়েছে। একথা আমরা সবাই জানি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয় অভিজ্ঞ না হয় তাহলে সে অন্যের কাছে সে বিষয়ে পরাজিত হতেই হয় এবং সে চায় যে তার কাছে কোন সময় যেন তেমন বিষয় উপস্থিত না হয়। ঠিক তদ্রুপ যখন কেউ সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ না হবে সে সমর বিদ্যায় বিজ্ঞের কাছে নিশ্চয়ই পরাজয় বরণ করবে আর সর্বদা তার এ চেষ্টা থাকবে যেন তার সামনে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিষয় যেন সামনে না আসে। এই পরাজয় এবং পলায়নের অভ্যাস দূর করার জন্য সমর বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া ছাড়া আর কী উপায় হতে পারে? তাই আমাদের সবার জন্য কর্তব্য হল নিজেদের কপুরুষতা দূর করার জন্য এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করার জন্য সামরিক বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সাহবীকে বহু দূরদেশেও সমর বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য। আল্লাহ আমাদের রাসূলের সেই সুন্নাতকে জিন্দা করার তাওফিক দান করুন।

সাহাবায়ে কেরাম কাপুরুষতাকে অত্যান্ত ঘৃণা করতেন। কোন কোন সাহাবা কাপুরুষতা দূর

জন্য আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দোআও চেয়েছেন। আমরাও কাপুরষতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

***